প্রশ্ন- ২৫ ঃ ইবনে সামছ ২৫ নং দাবীতে বলেছে- *"চুপে চুপে যিকির করা উত্তম। উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা বিদ্আত। তবে যেসব ক্ষেত্রে উচ্চঃস্বরে যিকির করা নিতান্ত প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে তা বিদ্আত নয়। যেমন- আযান, ইকামত, তাকবীরে তাশরীক, ইমামের সাথে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময়ের তাকবীর, সালাতে কোন অসুবিধা ঘটলে মুক্তাদীগণ কর্তৃক তাসবীহ্ পাঠ এবং হজ্বের তালবিয়া পাঠ- ইত্যাদি"* (মাযহারী ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫৮)।

BJS
JUBOSENA
www.sunnibarta.com

এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর বরাতে যেগুলোকে যিকির বলেছে, সেগুলো কি যিকির- নাকি অন্য নাম? যিকরে জলী কি বিদ্আত? ইমামের পিছনে জোরে তাকবীর বলা কি জায়েয?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর বরাতে যেগুলোকে যিকির বলে দাবী করেছে, সেগুলো মূলতঃ যিকির নয়। এগুলোর অন্য নাম আছে। যেমন- আযান, ইকামত, তাকবীর- ইত্যাদি। এগুলোর নামেই বুঝা যায় যে, যিকির বলতে যা বুঝায়, এগুলো তা নয়। এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরেই বলতে হয়। কিন্তু ইমামের সাথে সমস্ত তাকবীরই চুপে চুপে পড়তে হবে। ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর দোহাই দিয়ে এখানে এসে ধরা খেয়ে গেল। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী এমন ভুল কথা বলতে পারেন না। এগুলো নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট। আযান, ইক্বামত ও তাকবীরে তাশরীক উচ্চঃস্বরে বলা বিদআত হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বরং উচ্চঃস্বরে বলাই সুন্নাত।

যে যিকির নিয়ে প্রশ্ন উঠে, সেগুলো হলো নফল যিকির- যা তরিকতের পীর মাশায়েখগন করে থাকেন। যিকির দুই প্রকার ঃ যথা, যিক্রে জলি ও যিক্রে খফি। ক্বাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া তরিকায় প্রথমে যিক্রে জলির উপর তাকিদ করা হয়- যাতে ধ্যান অন্য দিকে না যায়। পরে আস্তে আস্তে যিক্রে খফির তালিম দেওয়া হয়। অন্য দুই তরিকা- নক্সবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়ায় প্রথম হতেই যিক্রে খফির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ইবনে সামছ তো দেখি তরিকতের উপরও হামলা চালিয়েছে। কোথায় তরিকতের ইমাম- আর কোথায় দোযখের কীট ইবনে সাম্ছ! তরিকতের ইমামগণ বলেন- জোরে জোরে যিকির করা উত্তম- আর ইবনে সামছ বলছে বিদ্আত। (নাউযুবিল্লাহ)

এখন শুনুন যিক্রে জলীর দলীল সমূহ-

(১) বোখারী শরীফের একটি অধ্যায় আছে- যার শিরোনাম হচ্ছে-

اَلذِّكْرُ بِالْجَهْرِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই উচ্চঃস্বরে যিকির করার বিধান"।

www.sunnibarta.com

উক্ত অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে জোরে জোরে যিকির করতেন। তা শুনে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝতেন যে, জামাত শেষ হয়েছে।" (বোখারী শরীফ)। (তিনি ছিলেন ছোট এবং খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর হুজরায় থাকতেন)।

ইবনে সামছ উচ্চঃস্বরের যিকিরকে বিদ্আত বলে কার বিরূদ্ধে ফতোয়াবাজী করলেন? তার তালিকায় তো ফরয নামাযের পর এই যিকিরের উল্লেখ নেই। তাফসীর মাযহারীর লেখক হচ্ছেন কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি। তিনি মোজাদ্দেদিয়া তরিকাভূক্ত। অন্য তরিকার প্রতি কটাক্য তিনি কিভাবে করতে পারেন? একথা কি ইবনে সাম্ছ জানেন? তরিকত সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতেন না। উত্তমের বিপরীত বিদ্আত হয়না। তদুপরি, ইমামের পিছনে মোক্তাদিগণ রুকু ও সিজদার তাকবীর সমূহ উচ্চঃস্বরে পড়ার বিধান হানাফী মাযহাবে নেই। চুপে চুপে পড়তে হয়। ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর দোহাই দিয়ে এমন ভুল তথ্য কিভাবে দিলেন?

(২) উচ্চঃস্বরে যিকির আযকারের ফযিলত সম্পর্কে মুসলিম শরীফে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ "রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- কোন কওম বা দল আল্লাহ্র যিকিরের মাহফিলে বসে সম্মিলিতভাবে যিকির করলে আল্লাহ্র ফেরেস্তাগন তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর তাদের কথা আল্লাহ্ তায়ালা আপন ফেরেস্তাদের নিকট গর্বের সাথে আলোচনা করেন" (মুসলিম শরীফ)। সম্মিলিত যিকির করার অর্থই জোরে যিকির করা।

www.sunnibarta.com

(৩) বোখারী শরীফে উল্লেখ আছেঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ – وَ اَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ – فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ– وَاِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُ–

অর্থঃ "রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদ্‌সী বর্ণনা করে এরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার সম্পর্কে বান্দার ধারনা অনুযায়ী আমি তার সাথে ব্যবহার করি। যখন সে আমাকে স্মরন করে বা আমার যিকির করে, তখন আমি তার সাথে থাকি- সাহায্য নিয়ে। যখন সে আমাকে একা একা স্মরন করে, তখন আমিও তাকে একাই স্মরন করি। আর যখন সে দলবদ্ধ হয়ে আমার যিকির করে, তখন আমিও ঐ মজলিস হতে উত্তম মজলিসে (ফিরিস্তার মজলিসে) তার কথা স্মরণ করি"। (বোখারী শরীফ– হাদীসে কুদ্‌সী)।

উক্ত হাদীসে দলবদ্ধ হয়ে যিকির করাকে উত্তম বলা হয়েছে। দলবদ্ধ হয়ে যিকির করার অর্থই হচ্ছে উচ্চঃস্বরে যিকির করা। ঐ সামান্য কথাটুকু বুঝতে ইবনে সামছ কেন এত অক্ষম ?

(৪) বায়হাকী শরীফের হাদীসঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ–

অর্থঃ তোমরা অধিকহারে এমনভাবে আল্লাহর যিকির করো- যাতে মোনাফিকরা তোমাদের যিকির শুনে মনে করে- "তোমরা লোক দেখানোর জন্য যিকির করছো। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে- মোনাফিকরা যাতে মনে করে, তোমরা পাগল হয়ে গেছো"।

লোক দেখানো বা পাগল হওয়া তখনই মনে করে- যখন জোরে জোরে যিকির করা হয়। সম্মিলিত যিকির না শুনলে মোনাফিকরা ঐরূপ মন্তব্য করতো কিভাবে? অতএব প্রমাণিত হলো- উচ্চঃস্বরে যিকির করা নবীজীর সুন্নাত।

www.sunnibarta.com

(৫) এক রাত্রে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে শুনলেন- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) চুপে চুপে যিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন- লোক দেখানোর (রিয়া) ভয়ে এরূপ করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- বেশ ভাল কাজ করছো। আবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন- তিনি জোরে জোরে যিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন- শয়তান বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জোরে যিকির করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-খুব ভাল কাজ করছো। আবার হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন- তিনিও জোরে জোরে যিকির করছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন- গাফেল লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে জোরে যিকির করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- বেশ ভাল করেছো" (খালেদ বাগদাদীর হাদিকাতুন নাদিয়া)।

বুঝা গেলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিকরে জলি ও যিকরে খফি- উভয় যিকির অনুমোদন করেছেন। যিনি রিয়ার ভয় করেন, তার জন্য খফি যিকির উত্তম। যিনি শয়তানকে বিতাড়ন ও বেখবর দিলকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জলী যিকির করেন, তার জন্য জলী যিকিরই উত্তম। এজন্যই তরিকতপন্থী পীরগণ মুরিদের অবস্থাভেদে জলী অথবা খফী যিকিরের তালিম দিয়ে থাকেন।

অথচ ইবনে সামছ তরিকতপন্থী কাজী সানাউল্লাহ পানিপথির হাওয়ালা দিয়ে যিকরে জলীকে বিদ্আত বলে খুবই জঘন্য অপরাধ করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথি হাদীসের খেলাফ কথা বলতে পারেন না।